ধ্রুব, রাজর্ষি প্রিয়ব্রত, আমার পিতার পিতা অর্থাৎ বেণ রাজের পিতা অঙ্গ মহারাজ এবং এই প্রকার অন্যান্য মহানুভবগণের, ব্রহ্মার, শঙ্করের, প্রহ্লাদের ও বলির সম্বন্ধে গদাধর শ্রীহরির অনেক কৃত্য আছে অর্থাৎ তাহাদের হৃদয়ে এবং বাহিরে আবির্ভূত হইয়া বারংবার তাহাদের প্রয়োজনীয় কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। সেই সকল মহানুভবগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য পরমেশ্বর ভগবানের যেমন অনেক করিবার আছে, তেমন তাহাদেরও শ্রীভগবানের সম্বন্ধে অনেক কৃত্য আছে। সেই সকল মহানুভবগণেরই ভগবানের সহিত অনেক কৃত্য আছে কিন্তু অন্যের নাই—এইপ্রকার অর্থও করা যাইতে পারে। এস্থলে যে বলি ও প্রহ্লাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা যদ্যপি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন না, ষষ্ঠ চাক্ষুষমন্বন্তরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথু মহারাজ যে তাঁহাদের কথা বলিতেছেন, তাহা শাস্ত্র হইতেই শ্রবণ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য মৃত্যুর দৌহিত্র ধর্ম্মবিমোহিত বেণরাজ প্রভৃতিকে নিন্দিতরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন তাহারা শোকার্হ। অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহাদের মত হতভাগ্য জনসকলের জন্য মহানুভবগণ অত্যন্ত শোক করিয়া থাকেন। গদাধর শব্দে সেই নামে প্রসিদ্ধ শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন অন্যত্র শ্রুতিযুক্ত এবং মহানুভবগণের অনুভবে পরমেশ্বরত্ব নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই শ্রীগদাধরকে বিশেষরূপে পরিচয় করাইতেছেন—কাম, মোক্ষ, ধর্ম্মফল স্বর্গ, জ্ঞান-সাধ্য মোক্ষ, এই সকলের ফলদাতা এবং সর্ব্বান্তর্গত হেতুরূপে যাহার কথা প্রচুরভাবে শাস্ত্রে বর্ণিত আছেন। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—

বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ।
কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥

ভবপাশে বন্ধন করিতে এবং ভবপাশ হইতে মোচন করিতে ও কৈবল্য-প্রদানে একমাত্র পরমব্রহ্ম সনাতন শ্রীবিষ্ণুই সমর্থ। এই প্রমাণে শ্রীবিষ্ণুই যে ত্রিবর্গ ও অপবর্গ প্রদানে একমাত্র ঐকান্তিক হেতু, তাহাই প্রদর্শিত হইল। অনন্তর বিচারপ্রধান ভক্তিসাধকগণের ভজন-শ্রদ্ধার প্রকারটি দেখান যাইতেছে। ৪।২।১ অধ্যায়ে শ্রীল পৃথুমহারাজ সভ্যবর্গকে বলিয়া-ছিলেন—যাহার চরণ সেবা করিবার অভিরুচি সংসারতাপতপ্ত তপস্বীগণের অশেষ জন্মসাধিত চিত্তমালিন্য সদ্যো বিনাশ করিয়া থাকে। এটি কিন্তু শ্রীহরির চরণের সহিত মানস সম্বন্ধেরই মহিমাবিশেষ বুঝিতে হইবে। অনন্তর প্রতিদিন সেই অভিরুচি ক্রমশঃ বর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীহরিচরণনিঃসৃতা শ্রীগঙ্গা